উত্তরের জানালা

বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

(এক)

বাঁশের দরজা ঠেলে উঠোনে পা রেখেই হরিপদ চিৎকার করে বলল, রাধুর মা, ভাত হয়েছে?

হরিপদর বউ হাত মুছতে মুছতে সমান জোরে জবাব দিল, হবে কোত্থেকে শুনি? ঘরে একদানা চাল নেই। খোঁজখবর রাখ কিচ্ছু?

হরিপদর পেটের মধ্যে আগুনে খিদে। বউয়ের জবাব তার মাথার মধ্যে হিজিবিজি হয়ে গেল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, আগে বলতে পারিসনি, ঘরে চাল নেই? এ সংসারের কত্তা কে? আমি নাকি অন্য কোন মিনসে?

কথা বলতে বলতেই হরিপদ এগিয়ে আসছিল দাওয়ার দিকে এবং তার চোখ দুটি দ্রুত এদিক ওদিক ঘুরছিল। আসলে সে মজবুত একটা লাঠি বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু খুঁজছিল। যা দিয়ে বউকে এলোপাথারি দু চার ঘা দেবে।

হরিপদর কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই। ফলে বাঁধা আয় নেই। বউ এবং কৃশ একটি মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। নামেই সংসার। আদতে কিছুই নেই।

হরিপদ একটি এবড়ো খেবড়ো মাঝারি বাঁশ দেখতে পেল। পিয়ারা গাছের নীচে পড়ে রয়েছে। ছোঁ মেরে সে বাঁশটিকে দুহাতে সাপটে ধরে এমনি এমনিই বাতাসে দু চার পাক ঘোরাল। সাঁ সাঁ করে আওয়াজ হল। চক্ষের পলকে তার বউ দাওয়া ছেড়ে ঘরে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। এতে হরিপদর রাগ আরও বেড়ে গেল। এতক্ষণ সে বউকে দু চার ঘা মারার কথা ভাবছিল। এখন মারের কথা ভুলে গিয়ে বউকে খুন করার জেদ তার মাথায় চেপে বসেছে। সে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে ক্ষ্যাপার মতো বাঁশ হাতে এলোপাথারি ছোটাছুটি শু করল।

কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে হরিপদ 'দূর শালা' বলে বাঁশটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর নোংরা একটা গালাগাল দিয়ে বউয়ের উদ্দেশ্যে বলল, কালই যদি বাজারের মেয়েমানুষ এনে ঘরে না তুলি আমার জন্মের ঠিক নেই।

প্রত্যুত্তরে কোন সাড়া না পেয়ে দাওয়ার কোণায় রাখা কলসিতে গ্লাস ডুবিয়ে এক গ্লাস জল তুলে মুখে ঢালল। উত্তেজনার কারণে সব জল মুখের মধ্যে না গিয়ে পরণের গেঞ্জি ভিজে গেল। বুক এবং পেট বরাবর। হরিপদ গ্লাসটিকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং মাটির কলসিতে এক লাথি মেরে সেটিকে উল্টে দিল।

এতসব করার পরেও হরিপদ তার বউয়ের টিকিটি দেখতে পেল না। তখন সে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শু করল, এই আমি

চললাম। আর কোনদিন এ ভিটে মারাব না। বেবুশ্যে মেয়েমানুষটাকে বাপ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। ছোটলোক বাপ। এখন ওপর থেকে বসে দেখ, তোর ছেলের বউ দুটো ভাত রাঁধার টাইম পায় না। পাবে কোত্থেকে? আমি বেরে ালেই তো অন্য নাঙেরা আসে। বিছানায় শোবে, নাকি রান্নাবান্না করবে?

এই অব্দি বলে হরিপদ একটু দম নিল। ভেতর থেকে কান্না উঠে আসছিল বলে, গলার তেজও কমে যচ্ছিল। তবু ব্যাপ ারটা পাঁচজনের জানা দরকার। পাশের সুদৃশ্য দোতলা বাড়িটির পানে চেয়ে যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে বলল, সবাই সাক্ষী রইল। কোর্টে দাঁড়িয়ে এরাই বলবে, হুজুর এই হয়েছিল। ওই হয়েছিল। এমনি এমনি তো আর কেউ বউ ছেড়ে বেবুশ্যকে নিয়ে ঘর করতে চায় না।

দোতলা বাড়িটার একতলার ঘরের জানালা ধরে একটি কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় চোখ করে হরিপদকে দেখছিল। তার কথা শুনছিল। হরিপদ যখন ধরা গলায় একই কথা বারবার বলছে, সবাই সাক্ষী রইল। এমনি এমনি তো আর কেউ বউ ছেড়ে বেবুশ্যকে নিয়ে .....।

ঘরের মধ্যে থেকে ভারী গলায় ধমকের সুরে একজন মহিলা বলে উঠলেন, সুমি, জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে আয়। যতসব আগলি ম্যাটারস। মাস পিটিশন করে এই লোকগুলোকে ইমিডিয়েট তাড়ানো দরকার। তোর দাদা আসুক। সুমিকে উদ্দেশ্য করে ভদ্রমহিলা বললেন, আজই নাগরিক কমিটিকে ইনফর্ম করতে বলব। সোস্যাল পলিউশন খতে না প ারলে! বলে ভদ্রমহিলা ধবস্ত মানুষের মতো বিছানায় বসে পড়ে দুহাতে নিজের কপাল চেপে ধরলেন, ওফ্!

(দুই)

সৌমিত্র হালদারকে এক ডাকে এলাকার সকলে চেনে। তিনি কেবল একজন নামী অধ্যাপকই নন, একজন প্রভাবশালী র াজনীতিকও। দলের মধ্যে তাঁর পরিচিতি তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে। ছাত্রছাত্রী মহলেও সৌমিত্র জনপ্রিয়। তাঁকে দেখতে সুন্দর। হাসিটি মিষ্টি। বয়স কম এবং পড়ানও ভাল। আবার রাজনীতির লোক বলে, পাড়ার ছোটখাট সমস্যা সমাধানে তাঁর মধ্যস্থতার ভালরকম গুত্ব আছে। ফলে মাত্র বছর কয়েকের মধ্যেই সৌমিত্র আশপাশের মানুষের কাছে নিজের দর এবং সমীহ দুই-ই আদায় করে নিতে পেরেছেন। এখনও তিনি নিঃসন্তান। সুন্দর দোতলা বাড়িটিতে তাঁরা মোটে তিনজন। স্বামী স্ত্রী এবং কাজের মেয়ে সুমি। সুমিকে আনা হয়েছে, সৌমিত্রর কলেজের এক সাবস্টাফ মাধবের মারফতে। দক্ষিণ চবিবশ পরগণার জয়চণ্ডীপুর গ্রাম থেকে। সুমিরা যেখানে থাকত, সেখানকার পরিবেশ ভাল নয়। তার ওপর পেট ভরে ন া খেতে পাওয়া সত্ত্বেও সুমির স্বাস্থ্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। কুমতলবী বদ লোকেরা সুমির বুক ও পাছার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যেন পোশাকহীন উলঙ্গ সুমিকে দেখছে। সন্তানের ব্যাপারে মায়েদের দৃষ্টি প্রখর হয়। সুমির মা মনে মনে ভয় পেল। হয় মেয়ে বেইজ্জত হবে, তা নাহলে একটা কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে যার তার সঙ্গে ভেগে পড়বে। কিছুদিন পরে কোলে একটা বাচছা নিয়ে ফিরে আসবে। এইসব দুর্ভাবনার কথা চিন্তা করে সুমির মা সুমিকে একরকম জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা পেট পুরে খেতে পাবে। মাসান্তে কিছু টাকা পাবে। সেই টাকায় অন্য ভাইবোনদের ভরণপে াষণের সহায়তা হবে। সর্বোপরি সুমি সুস্থ পরিবেশে নিরাপদে থাকবে।

সুমির শরীরটা যত বড়, বুদ্ধি সে তুলনায় কম। লেখাপড়া শেখেনি। নিজের নামটাও লিখতে পারে না। বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে এমনভাবে বলে, শিয়ালদা থেকে টেনে চেপে, টেশনে নেবে, আবার বাস ধরে ..... ।যা শুনলেই বোঝা যায় ও কেবল অশিক্ষিত বা কম জানে এমন নয়, ওর উচচারণেও যথেষ্ট আড়ষ্টতা আছে।

সৌমিত্রর ঝিাস, সুমির উচচারণের জড়তা কেটে যাবে। কয়েক বছরের মধ্যেই ও বেশ স্মার্ট হয়ে উঠবে। পরিবেশের একটা

নিজস্ব গুণ আছে। অনেক সিনেমাতে সুমির মতো মেয়েকে দেখা যায়, বোকা বুদ্ধিহীন থেকে আস্তে আস্তে আলট্রা মডার্ণ একজন নারী হয়ে উঠছে। মনিব বাড়ির বা তাদের আত্মীয়দের মধ্যে কোন একজন সুমিদের প্রেমেও পড়ে যাচ্ছে।

সৌমিত্রর স্ত্রী সুপর্ণার কিন্তু সুমির উন্নত কোন পরিবর্তনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বরং তিনি মনে মনে চান, সুমি এখন যেমন আছে, ভোঁতাবুদ্ধি, হাবা প্রকৃতির, এই অবস্থাতেই থাকুক। সুপর্ণা নিজে শিক্ষিকা বা অধ্যাপিকা না হলেও এটুকু বোঝেন, সমাজের সবাই যদি চিন্তাভাবনা বুদ্ধি বিবেচনায় এগিয়ে যায়, তাহলে শাসন করা যাবে বা মিথ্যে বুঝিয়ে ভয় দেখানো যাবে, এই শ্রেণীর মানুষ পাওয়া যাবে না। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এসব বেদবাক্য হয়েই থাকুক। বাস্তবে চালাক বোকা, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, এদের মধ্যে একটা বড় ধরণের গ্যাপ দরকার। সব মেথর যদি মানুষ হয়ে যায়, তাহলে ময়লা পরিষ্কার করবে কে? সুপর্ণা মনে করেন, তাঁর বিশ্বাসমতো সুমিদের নিজের কন্ট্রোলে রাখতে গেলে আগে দরকার, বাড়ির দরজা জানলা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখা। যাতে বাইরের আলো হাওয়া রোদ্দুর সুমিদের স্পর্শ করতে না পারে।

(তিন)

সুপর্ণা বাড়ি থেকে বেরোয় কম। কখনও সখনও সৌমিত্রর স্কুটারের পিছনে বসে, তার কোন অফিস বা রাজনৈতিক সহকর্মীর বাড়ি যায়। কর্মসূত্রে সৌমিত্র এই মফস্বল শহরে আছে। দুজনেরই আদত বাড়ি কলকাতায়। আত্মীয়স্বজনেরাও সব সেখানেই।

সৌমিত্র প্রায়ই বলে সুপর্ণাকে, ছোটখাট কেনাকাটার কাজ তো, সুমিকে দিয়েও করাতে পার।

সুপর্ণা রেগে যায়। চাপা গলায় বলে, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বোলো না।

— তার মানে? সৌমিত্র অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে।
— একবার বাইরে বেরোনোর স্বভাব গড়ে উঠলে, ওকে দিয়ে বাড়ির কাজ করানো যাবে না।
— এ আবার কেমন কথা? সৌমিত্র হেসে ফেলে।
— হ্যাঁ মশাই। সুপর্ণা গলাটাকে আরো খাটো করে সৌমিত্রর প্রশ্নের জবাব দেয়, অশিক্ষিত মেয়ে। সবেতেই হি হি করে হাসে। একটু চুপ করে থেকে বলে, কোনদিন কোন বাজারওয়ালা, রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কী অ্যাফেয়ার ঘটিয়ে ফেলবে, তখন ওর মা এসে চীৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। আমাদের দোষারোপ করবে।
— ভালই তো। সৌমিত্র হেসে হেসে বলে, একটা গরীব মেয়ের গতি হয়ে যাবে। দেখেশুনে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে বিয়ে দিতে তো পারবে না ওর মা।
— এমন কথা বল! সুপর্ণা রেগে যায়। গলাটাও সামান্য চড়ে যায়, যত গরীবগুর্বো মেয়েকে উদ্ধার করার দায়ভার যেন তুমিই নিয়েছ!
সুপর্ণার উত্তরে সৌমিত্রর রাগ হয়। সুপর্ণা মাঝে মাঝে এমন ইররেলিভ্যান্ট কথাবার্তা বলে! সে সুপর্ণার মুখের পানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলে, এই মানুষগুলোর জন্য প্র্যাকটিক্যালি কোন চিন্তাভাবনাই করি না। এদের যদি প্রপারলি গাইড করা যেত, দেখতে এদের মধ্যে থেকেই অনেক ভাল ছেলেমেয়ে তৈরী হোত। কাগজে প্রায়ই দেখো না ..... !

— আঃ! চুপ করো তো। সুপর্ণা বিরক্ত হয়, রান্নাঘর থেকে সুমি কান খাড়া করে তোমার সব কথা শুনছে। একটু থেমে বলে, যদি কোনদিন ভোটে দাঁড়াও, তখন পাবলিক মিটিং-এ এই সব কথা বোলো। তাতে তোমার ভাবমূর্তি চকচকে হবে।

হিউজ ভোটে জিতবে।

সৌমিত্রর মন খারাপ হয়ে যায়। লেখাপড়াটা সুপর্ণা ঠিকমত শিখেছে কিনা সন্দেহ হয়। তা নাহলে যে কোন ব্যাপারে ল াভক্ষতির অঙ্ক কষে! সৌমিত্র নিজের মনোকষ্টের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। আবার প্রসঙ্গান্তরে যেতেও মন চায় না ত ার, ঠিক আছে, একা ছাড়তে না চাও, মাঝে মধ্যে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে বেরোলে তো পারো।

— তোমায় বললাম না, অসুবিধে আছে। সুপর্ণার গলায় সাবধানী গৃহকর্ত্রীর সুর, আমাদের বাড়ির চারপাশের পরিবেশটা খুব সুবিধের নয়। এই তো পরশুদিন, রাধুর বাবা, হরিপদ না হরিনাথ কী নাম যেন, এত বিশ্রী বিশ্রী কথা বলছিল! তার ওপর! হি — হি — হি ..... !

— কী হল? হাসছ? সৌমিত্র সত্যি বেশ অবাক হয়ে গেছে।
— একটু কাছে এসো। হাসি থামিয়ে সুপর্ণা বলে, কী হয়েছে, কে জানে! নিজের বউয়ের নামে কুৎসিত নোংরা কথা বলছে, তার সঙ্গে বউকে টাইট দিতে ও নিজে কী কী নোংরা কাজ করবে, তার ফিরিস্তি দিচ্ছে। আবার আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে বার বার বলছে, সবাই সাক্ষী রইল। যেন কোর্ট কাছারি হলে, আমরা ওর ফেভারে সাক্ষী দোব!
— ও, চা হবে একটু?
সৌমিত্র যে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইছে, এটা বুঝতে পেরে সুপর্ণা অপমানিত বোধ করল। কারণ সে কোন কথা অতিরঞ্জিত করে বলছে না। চোরা স্রোতের মতো লোয়ার ক্লাস পিপলের প্রতি সৌমিত্রর একটা টান আছে। সেটা ওর ভবিষ্যত র াজনীতির স্বপক্ষে যাবে বলেই হয়ত!

— কে জানে! সুপর্ণা চোরা চোখে সৌমিত্রকে দেখে বিড়বিড় করে বলে, হেরিডিটারিও হতে পারে। ওর ঠাকুর্দা না দাদ ামশাই কে যেন লোকের বাড়ি বাড়ি পূজো করে বেড়াত।

সহজে হার স্বীকার করতে সুপর্ণা কখনোই রাজি নয়, আমি এক বর্ণ মিথ্যে বলছি না। বাড়িয়েও বলছি না। সুমি জানালায় দাঁড়িয়ে ওইসব খারাপ নোংরা কথা শুনছিল। হাঁ করে। চোখের পাতা অব্দি পড়ছিল না ওর। ভাষা শব্দ এগুলোর সঙ্গে পরিচিত বলেই হয়ত, এনজয় করছিল। আমি বাধ্য হয়েই বললাম, সুমি জানালাটা বন্ধ করে দে। নিজের বাড়ির মধ্যেটা পলিউটেড করে তো লাভ নেই। একি তুমি বোরোচ্ছ? চা খাবে না?

— আসছি। দরজার দিকে এগোতে এগোতে সৌমিত্র বলল, মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনি।
— দেরী করবে না। আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি।
সৌমিত্র হ্যাঁ, না, কিছুই বলল না।

(চার)

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে সৌমিত্র অবাক হয়ে গেল, যখন সুমি বলল, বৌদি বেরিয়েছে। কেনাকাটি করতে।

কী কিনবে, কোথা থেকে বা কখন ফিরবে, সুমি কিছুই বলতে পারল না।

সৌমিত্র মনে মনে ভাবল, সুপর্ণা তো তার কলেজে ফোন করতে পারত! প্রিন্সিপালকে বলে ছুটি করে নিয়ে বাড়ি চলে অ াসত। যাক গে! সৌমিত্র অবস্থাটাকে সহজ স্বাভাবিক ভাবার চেষ্টা করল, সুমি? চা কর। তোর জন্যেও জল নিস।

— বিকেলে আমি চা খাই না। সুমি বলল, বৌদি বলে বেশী চা খেলে গায়ের রং কালো হয়ে যায়।
সৌমিত্রর হাসি পেল। সুপর্ণা বোঝাল, সুমিও বুঝে গেল! বিশ্বাসও করল!
— একদিন খেলে কিছু হবে না। সৌমিত্র গলাটাকে গম্ভীর করে বলল।
— আচ্ছা সুমি ঘাড় নাড়ল।
টেবিলে চায়ের কাপ রেখে সুমি ডাকল, দাদাবাবু? আপনার চা।

— যাই। বলে সৌমিত্র পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে সে কলেজের পোশাক পাল্টেছে। এখন তার পরনে পাজামা, স্যান্ডো গেঞ্জিও।
— তোর চা নিয়েছিস? চেয়ার টেনে বসতে বসতে সৌমিত্র বলল, এখানে এসে বস। রান্নাঘরে গরমের মধ্যে .....।

সুমি ইতস্তত করছে দেখে সৌমিত্র আদেশের ভঙ্গিতে আঙ্গুল তুলে দেখাল, ওই চেয়ারটায় বস।

সুমি চেয়ারে বসল। কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে নয়। বরং একটু জড়োসড়ো হয়ে। চায়ের কাপ হাতেই ধরা। সাহস করে টেবিলে রাখল না। সৌমিত্র চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল আঃ! গ্র্যান্ডহয়েছে। এবার থেকে সন্ধের চা-টা তুই-ই করবি।

— আমিই তো করি। বৌদি শুধু ক-চামচ চিনি আর দুধ দিতে হবে সেটা বলে দেয়।
— আজ বোধহয় একটু অন্যরকম দিয়েছিস?
— হ্যাঁ। সুমি হাসল, দুধ চিনি, দুটোই একটু বেশী দিয়েছি।
— অ। বলে সৌমিত্র চুপ করে গেল। মনে মনে বুঝল, রান্নাঘরের জিনিসপত্র প্রয়োজনমত ব্যবহার করার ব্যাপারে এখনও সুমির নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। সুপর্ণা নিশ্চয়ই সুমিকে বিশ্বাস করে না পুরোপুরি।
সুমি এমনভাবে মাথা নীচু করে বসে, যেন সত্যি কথাটা বলে, ও কোন অপরাধ করে ফেলেছে। সৌমিত্র এটা বুঝতে পেরে পরিবেশকে সহজ করার জন্য, অন্য রকম কথা শু করল,
— এবার পুজোয় দেশের বাড়িতে যাবি?
— না। সুমি ঘাড় নাড়ল।
— কেন?
— কে নিয়ে যাবে?
— তোর মা'কে খবর পাঠাবো।
চকিতে সুমি মাথা তুলে তাকাল। পরমুহূর্তেই মাথা নামিয়ে মিনমিন করে বলল, কি হবে বাড়ি গিয়ে?
— কেন? সৌমিত্র জিজ্ঞেস করল, তোদের ওখানে পুজো হয় না?
— হ্যাঁ। চায়ের কাপ হাতে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সুমি বলল, বাড়ি গেলেই ভাইবোনগুলো বলে, দিদি এটা কিনে দে। ওটা কিনে দে। মা বলে, এটা আন। ওটা আন। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার হাতে তো টাকা পয়সা থাকে না।
— মাইনের টাকা সব খরচ করে ফেলিস বুঝি?
— মামা এসে নিয়ে যায় তো!
— ও হ্যাঁ, তাই তো! সৌমিত্রর মনে পড়ে গেল, শুঁটকো চেহারার একটা লোক, প্রথম দিন মা-মেয়েকে নিয়ে এসে বলেছিল, আমি সুমির মামা। মাস মাইনের টাকাটা আমি-ই নিয়ে যাব। লোকটার মাংসবিহীন মুখের হাসি কেমন বিষণ্ণতায় ভরা, প্রত্যেক মাসে আসতে পারব না। দু তিন মাস অন্তর। পথ খরচ আছে তো! সুবিধে অসুবিধে হলে আপনার কলেজের — বলে সৌমিত্রর দিকে ফিরে হঠাৎই দুহাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়া বা কণা ভিক্ষা করার মতো একটা ভঙ্গি করেছিল, মাধবদাদাকে দিয়ে বলে পাঠাবেন। তেমন হলে ওকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

সুমির আচার ব্যবহার ভদ্র। শান্ত প্রকৃতির। সুপর্ণা বলে, চেহারার তুলনায়, ওর খাওয়ার পরিমাণও নাকি কম।

টাকা নিতে এসে সুমির মামা যদি বলে, কাজকম্ম ঠিকঠাক করছে তো? কোন অসুবিধে হলে বলুন, আমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ওর পরের বোনটাকে দিয়ে যাব।

সৌমিত্র কিছু বলার আগেই, সুপর্ণা হাঁ হাঁ করে ওঠে, না, না। সুমি খুব ভাল মেয়ে। একদম আমাদের বাড়ির মেয়ের মতো।

কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যেতে সৌমিত্র আপন মনে হাসল। অথচ চালাকি করে সুপর্ণা সুমিকে চা খেতে দেয় না বিকালে। শুধু চা কেন, হয়ত অনেক কিছুই সুমির নিষেধের আওতায়। সৌমিত্র সেসব জানে না।

সুমি সম্পর্কে সৌমিত্রর কয়েকটি বিষয় জানার আগ্রহ আছে। সুপর্ণার সামনে সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারে না। যেমন সুমি নিজের নাম ঠিকানা লিখতে এবং যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে জানে কিনা! লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে ও সত্যি সত্যি আগ্রহী কিনা! লেখাপড়া শিখে অন্য কোন ধরণের কাজের ব্যাপারে ওর কোন ইচ্ছা বা স্বপ্ন আছে কিনা। আর একটা বিষয়, যেটা জিজ্ঞেস করা উচিত না অনুচিত ভেবেও সৌমিত্রর কৌতূহল হয় এবং সুমির মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে করে, বিয়ের ব্যাপারে সুমির নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলি কী কী!

মুখোমুখি বসে সুমি কখনও ঘাড় নেড়ে, কখনও সংক্ষিপ্ত জবাবে সৌমিত্রর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। সে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে জানে না। আঙ্গুলের কড় গুণে যোগ করতে পারে। বিয়োগ গুণ সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। লেখাপড়া শিখতে তার খুবই ইচ্ছে করে। লোকের বাড়ি কাজের পরিবর্তে অফিসে চাকরি করার ইচ্ছে তার। যদিও এ নিয়ে সে কোনরকম স্বপ্ন-টপ্ন বা ভাবাভাবি করে না। আর নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতে, সলজ্জ ভঙ্গিতে অল্পক্ষণ বসে থেকে, হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, 'জানি না' বলে দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুপর্ণা যা ধারণাই কক না কেন, সৌমিত্রর মনে হল, সুমিকে ঠিকমত গাইড করতে পারলে, উল্লেখযোগ্য কিছু নাহলেও, একটু অন্যরকম হতে পারে ওর জীবনটা।

সৌমিত্র বলল, সুমি আমার পড়ার ঘর থেকে লটানা খাতা আর পেনটা নিয়ে আয়। লটানা পাতায় সৌমিত্র বড় বড় হরফে ফাঁক ফাঁক করে লিখল, সুমি বিশ্বাস।

সুমির হাতটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে হেসে বলল, দূর বোকা! ওভাবে নয়। এইভাবে কলমটা ধর। আমি যেমনটা লিখেছি, দেখে দেখে ঠিক ওইরকম লিখবি। অন্তত কুড়িবার। একটু চুপ করে থেকে বলল, এরপরে তোর ঠিকানাটা লেখা শিখিয়ে দেব।

কাগজ কলম হাতে সুমির নিজেকে অন্যরকম মনে হতে লাগল। উদ্বেগ নয়, ভয়ও নয়। অন্যরকম একটা অনুভূতি। গলার কাছটায় একটু শুকনো শুকনো ভাব। বুকের মধ্যিখানটায় কী যেন লাফাচ্ছে তুক তুক করে। অনভ্যস্ততায় কিম্বা অন্যমনস্কতায় সুমির হাতের চেটোয়, শাড়ির খোলে, সবুজ কালির কয়েকটি ফুটকি এবং আবছা দুটি তিনটি আঁচড় লেগেছে। আর তার সঙ্গে চোখের কোণে অল্প একটু জল।

সৌমিত্র তার সামনে বসে নিবিষ্ট মনে তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে তোয়ালে কাঁধে বাথমের দিকে চলে যাওয়া মাত্র, সুমি চেয়ার ছেড়ে উঠে নিঃশব্দে সুপর্ণার ঘরে ঢুকে, বড় ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখল। অন্যদিনের চেয়ে আজ তার নিজেকে অন্যরকম দেখতে লাগল। শাড়ির আঁচলটাকে টানটান করে, ট্রেতে রাখা সুপর্ণার সোনালী একটি সেফটিপিন আটকাল কাঁধের কাছে। ছোট বড় কুঁচি সমান করে শাড়িটিকে সামান্য একটু নীচে নামিয়ে পড়ল। সুপর্ণার মতো করে চিনি চালিয়ে চুলের সামনেটা একটু ফাঁপিয়ে, দু চারগাছি চুল কপালের ওপর ঝুলিয়ে দিল। ডান না বাঁ, কোন কাঁধে ব্যাগ নিলে দেখায় ভাল, এটা ঠিক করতে বারকয়েক সুপর্ণার চামড়ার ব্যাগটি নিয়ে এধার ওধার করল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসল একটু। চোখ বড় বড় করে তাকাল। ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। সৌমিত্রর নিজের হাতে লিখে দেওয়া, সুমি বিশ্বাস, লেখাটার ওপর বারকয়েক কলম বুলিয়েছে মাত্র। তাতেই সুমির মনে হচ্ছে সে যেন একটা অন্যরকম জগতে পৌঁছে গেছে। এখন কেউ তার পাশে থেকে হাত ধরে একটু এগিয়ে দিলে, লম্বা অন্ধকার ঠেলে সে আলোয় পৌঁছে যাবে ঠিক।

(পাঁচ)

নিজের মধ্যে, অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে ছিল বলেই, সুমি খেয়াল করেনি, কলিং বেল বেশ কয়েকবার বেজেছে টুং টাং টুং টাং করে। যখন সে আওয়াজটা স্পষ্ট করে শুনতে পেল, চকিতে কাঁধ থেকে ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়েই ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। দৌড়ে আসার জন্যই সুমি অল্প অল্প হাঁফাচ্ছিল।

সুপর্ণা সুমির পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারকয়েক দেখে নিয়ে ধমকের সুরে বলল, দরজা খুলতে এত দেরী করলি কেন? দাদাবাবু ফিরেছে?

— হ্যাঁ। সুমি বলল, অনেকক্ষণ।
— কী করছে?
— বাথমে। সুমির গলার স্বরের কাঁপুনিটা কানে বাজল, তুই কী করছিলি?
— কিছু নয়। সুমি ঘাড় নেড়ে বলল।
চটি খুলে ঘরে ঢুকে সুপর্ণা টেবিলের দুপাশে দুটি চায়ের কাপ দেখতে পেল। তারপর টেবিলে পড়ে থাকা পেন, এবং খোলা পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা, সুমি বিশ্বাস। হাতের লেখাটা যে সৌমিত্রর, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মাত্র, সুপর্ণা ছোঁমেরে খাতাটা তুলে নিল এবং তার দৃষ্টি আরও প্রখর হল। নাক টেনে বাতাসে একটা অন্যরকম ঘ্রাণও পেল যেন। চেরা চোখে সুমিকে বারকয়েক দেখে দাঁতে পিষে বলল, এত সেজেগুজে কী করছিলি?

সুমিকে নিত্তর দেখে সুপর্ণার সন্দেহ গাঢ় হল। হাত দিয়ে ঠেলে সুমিকে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকল। তার প্রিয় কাঁধ ব্যাগটি বিছানায় পড়ে। চাদরটাও যেন ঠিক টানটান নয়। একটু এধার ওধার মনে হল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজের ট্রেটি রোজকার জায়গা থেকে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসেছে। লাল মেঝেতে এলোমেলো পায়ের আবছা ছাপ সুপর্ণার নজর এড়াল না। যেমন পাখাটি যে সদ্য বন্ধ হয়েছে, এটিও সে বুঝতে পারল, দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটির ত্যারছা ভাব দেখে।

বাথমে সৌমিত্র গান গাইছে। সুপর্ণার মনে হল, সৌমিত্রর গলায় সুর ছাপিয়ে খুশির মেজাজ। জল পড়ার ছরছর শব্দ টপকে গানের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

সুপর্ণা ঘরের একমাত্র খোলা জানালাটির পর্দা দুপাশে ঠেলে সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। এখনও বিকেলের আলো

রয়েছে। দলছুট একটি কাক তারস্বরে চীৎকার করতে করতে আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা চক্কর মারছে। সুপর্ণা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে সামান্য তফাতে বস্তির ঘরগুলির খুপরি দরজা জানালাগুলি সব হাঁ করে খোলা। বস্তির গা ঘেঁসে পুকুরটায়, এই অবেলায় কয়েকজন মেয়েমানুষ লজ্জাহীনের মতো কাপড় সরিয়ে বুকে পীঠে সাবান ঘসছে। পাঁচ দশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে দুজন মাঝবয়সী লোক।

সুপর্ণা জানালা থেকে সরে এসে পাখা চালিয়ে দিয়ে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। দু চোখ বন্ধ করে।

বাথমের দরজা খোলার শব্দ কানে যেতেই, চোখ খুলে সামনের দিকে তাকাল। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে সৌমিত্র ঘরের দিকে এগিয়ে এল, কী কিনলে? দুজনে একসঙ্গে যেতে পারতাম।

— চুপ করো। সৌমিত্রর কথার মাঝেই সুপর্ণা চীৎকার করে উঠল, নিজেকে খুব চালাক ভাব, না? আবার ন্যাকামি করে জিজ্ঞেস করছ ..... ! ইতর, লম্পট।

সৌমিত্র হতভম্বের মতো সুপর্ণার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, কী বলছ তুমি? কাকে বলছ?

— ইউ। বলে আঙ্গুল তুলে সৌমিত্রর দিকে চেয়ে সুপর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, দি ক্যারেকটারলেস। ছিঃ ছিঃ! চিতেও আটকালো না! একটু সুযোগ পেয়েছ, আর সঙ্গে সঙ্গে ..... !
— চোপ। সৌমিত্র দাবড়ে উঠল, কী মিন করছ তুমি?
— ন্যাকা সাজার চেষ্টা কোর না। অসভ্যতা করে আবার গলাবাজি করছ?
— তুমি কি পাগল হয়েছ? সৌমিত্র দু পা এগিয়ে আসতেই, সুপর্ণা ছিটকে সরে গেল, তুমি আমার শরীর ছোঁবে না। মুখোশধারী শয়তান। সুপর্ণার গলায় সাপের হিসহিসানি, গৃহস্থ বাড়ির দরজা তো খোলা আছে। সেখানে তো যে কেউ যেতে পারে। নিজের বাড়িতে বসে একটা ইনোসেন্ট মেয়ের সঙ্গে ..... ! সুপর্ণার গলা বুজে আসছে কান্নায়, তোমার বিবেকে আটকালো না!

হাতের তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সৌমিত্র সজোরে একটা চড় মারল সুপর্ণার গালে, ইডিয়ট ভেবেছোটা কী?

সৌমিত্র যেমনটা ভেবেছিল, আদপে তেমন কিছুই হল না। সুপর্ণ চমকে উঠল না। থমকেও গেল না। কাঁদল তো না-ই। পরিবর্তে দ্রুত কয়েকবারশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল, দোষ ঢাকার জন্য বীরত্ব ফলানো হচ্ছে? এভাবে আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। চীৎকার করে সবাইকে বলব, দেখো, এই লোকটাকে তোমরা চেনো। ভদ্র চেহারার আড়ালে এই লোকটা একটা দুশ্চরিত্র। কামুক, লম্পট।

সুপর্ণার গলা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে এবং এইসব বলতে বলতে সে খোলা জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সৌমিত্র বুঝতে পারছে না সে কী করবে! সে ক্ষীণ গলায় ডাকল, সুপর্ণা প্লীজ। তুমি শোনো, পাগলামি কোর না।

সুপর্ণা পিছন ফিরে তাকাল, আমি পাগল, না? হাতে নাতে ধরে ফেলেছি বলে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছ?

— প্লীজ সুপর্ণা! অসহায়ের মতো দেখাচ্ছে সৌমিত্রকে, তুমি জানালা থেকে সরে এসো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করে কেন তোমার এমন ধারণা হল!

সুপর্ণা জানালা থেকে ছিটকে এসে সৌমিত্রর গেঞ্জিটাকে খামচে ধরল, আবার বলছি, চালাকি করার চেষ্টা করবে না।

— আঃ! কী হচ্ছে কী? সৌমিত্র ধমকে উঠল, বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা দরকার।
— সীমা? সুপর্ণা চড়া গলায় বলে উঠল, লিমিট? তোমার মুখে এসব কথা মানায় না।
— সুপর্ণা! মাথা-ঠান্ডা করে ভেবে দেখো।
— নো, নেভার। নাইদার আই অ্যাম ব্লাইন্ড। নর ব্লান্ট।
— আশপাশের লোকেরা কী ভাবছে বল তো?
— ওদের জানা দরকার, তোমার স্বরূপটা কী!
— তুমি আর একটা কথা বলে দেখো!
কী করবে? চড় মেরেছো! এরপর চামড়ার বেল্ট দিয়ে পিটোবে?
— এখনও বলছি সুপর্ণা ..... !
— থামব না। আশপাশের সবাই সাক্ষী হয়ে থাকুক। প্রয়োজনে এরা বলবে, সত্যি কী ঘটেছিল। কেন আমি তোমাকে ছেড়ে .....!

সুপর্ণা যত জোরে কথা বলছে, কথার ফাঁকে ফাঁকে ঠিক তত জোরেই কেঁদে উঠছে।

সৌমিত্র ভাবনা চিন্তার কোন কূল কিনারা পারছে না। সে বুঝতে পারছে না, এখন তার কী করা উচিত। হয়তো কোন একদিন সুপর্ণার ভুল ভাঙ্গবে। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে তার গড়ে ওঠা ইমেজটুকু যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে!

সৌমিত্র নিশ্চল চুপ করে দাঁড়িয়ে। সুপর্ণা একটানা চীৎকার করেই চলেছে। কেঁদেই চলেছে। দুজনের কেউই খেয়াল করেনি, কোন ফাঁকে সুমি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে খোলা জানালাটার দিকে এগিয়ে গেছে। জানালা বন্ধের শব্দ কানে যেতেই, সুপর্ণা খাটের ওপর বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠল, কী করছিস?

— জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। সুমি আস্তে করে বলল, বস্তির লোকেরা সব হাঁ করে চেয়ে রয়েছে, আমাদের ঘরের পানে। কান খাড়া করে সব শুনছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com